প্রথম আলো

তারিখ 06 APR 2014
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম ... ৫

পাঁচ দিন পর ছাত্রলীগ মাঠে সঙ্গে উপাচার্য

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হত্যা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সায়াদ বিন মোমতাজ হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে গতকাল শনিবার মানববন্ধন করেছে ছাত্রলীগ। হত্যাকাণ্ডের পাঁচ দিন পর সংগ্রামী সাধারণ ছাত্র-জনতার ব্যানারে আয়োজিত এ মানববন্ধনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রফিকুল হক যোগ দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ছাত্র উপদেষ্টারাও।

সায়াদ নিজেও ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। শিক্ষার্থীরা বলছেন, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরাই তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করেছেন।

এ হত্যাকাণ্ডের পর হত্যাকারীদের নাম প্রকাশ করে মামলা করা, তাঁদের আজীবন বহিষ্কার ও দোষী ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীর ব্যানারে পাঁচ দিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালানোর শপথও নিয়েছেন তাঁরা।

সাধারণ শিক্ষার্থীদের এ আন্দোলনের সঙ্গে শিক্ষক সমিতি একাত্ম থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ প্রশাসনের কেউ এতে যুক্ত হননি। তবে গতকাল ছাত্রলীগের কর্মসূচির পর বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে উপাচার্য সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে যোগ দেন। তবে ছিলেন না শিক্ষক সমিতির নেতারা।

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনের সামনে

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

পাঁচ দিন পর ছাত্রলীগ মাঠে, সঙ্গে উপাচার্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

সংগঠনটির মানববন্ধন কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মুর্শেদুজ্জামান খান ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামসহ নেতাকর্মীরা অংশ নেন। পরে ছাত্রলীগের সভাপতি বলেন, ওই শিক্ষার্থীরা সায়াদ হত্যার দাবিসহ অন্য অনেক অযৌক্তিক দাবিতে ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলন করে আসছে। আমরাও সায়াদ হত্যার বিচারের দাবি করি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষক সমিতির একজন নেতা বলেন, 'আন্দোলন ভিন্ন খাতে নিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিভক্ত করা হচ্ছে। তবে যেসব শিক্ষার্থী আগে থেকেই আন্দোলন করে আসছে, আমরা তাঁদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছি, তাদের সঙ্গেই আছি, থাকব।'

বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্মারক বিজয় ৭১-এর পাদদেশে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমাবেশে যোগ দিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন উপাচার্য। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য রফিকুল হক বলেন, এ আন্দোলনের সঙ্গে আমি আছি। আগামী মঙ্গলবার রাত নয়টার মধ্যে অভিযুক্তদের বিচারের আওতায় আনা হবে। তোমাদের দাবি পূরণ করা হবে।

এ সময় দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য শপথ নেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। শপথে উপাচার্যসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। এ সময় শিক্ষক সমিতির নেতারাসহ অর্ধশতাধিক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। পরে সন্ধ্যায় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে মোমবাতি প্রজ্বালন কর্মসূচি পালন করা হয়।

শিক্ষার্থীরা জানান, গত রোববার চতুর্থ বর্ষের ফিশারিজ বায়োলজি ও জেনেটিকস বিভাগের একটি কোর্সের ক্লাস পরীক্ষা শিক্ষককে বলে পেছানোর জন্য সায়াদকে চাপ দিয়েছিলেন ছাত্রলীগের নেতা সুজয় কুমার কুণ্ডু ও রোকনুজ্জামান। তাঁদের চাপে একপর্যায়ে তিনি পরীক্ষা হবে না বললেও পরীক্ষা হয় এবং মাত্র দুজন অংশ নেন। শিক্ষক আবার পরীক্ষা নিতে রাজি না হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে সুজয়ের সঙ্গে সায়াদের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এর জেরে সোমবার সন্ধ্যায় আশরাফুল হক হলে একটি কক্ষে সায়াদকে ডেকে নিয়ে রড, লাঠি, হকিস্টিক দিয়ে নির্মমভাবে পেটানো হয়। পিটুনিতে সায়াদ বমি করেন ও মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। ওই কক্ষে তখন সুজয়, রোকনসহ ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা ছিলেন। ওই রাতে সায়াদকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে তিনি ময়মনসিংহ শহরের ট্রমা সেন্টারে মারা যান। কে বা কারা তাঁকে ট্রমা সেন্টারে নিল, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।